রাতে দেশজুড়ে যানবাহনে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণে আটক ১০



ছবি: সংগৃহীত

দেশের বিভিন্ন জেলায় সোমবার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত যানবাহনে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রংপুর, গোপালগঞ্জ ও নওগাঁয় এসব ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনায় সন্দেহভাজন ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

গাজীপুরের চন্দ্রা এলাকায় রাত ১১টার দিকে হাজীবাড়ী এলাকায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি কাভার্ডভ্যানে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগে সন্ধ্যায় চন্দ্রা ত্রিমোড়ের কাজলী ফার্ম এলাকায় আজমেরী গ্লোরী পরিবহনের একটি বাসেও আগুন দেওয়া হয়।

মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে পুলিশ বক্সের সামনে পার্কিং করে রাখা একটি মিনিবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, বাসস্ট্যান্ডসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় সন্দেহভাজন ১০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

রংপুর নগরীর দুটি স্থানেও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটেছে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে কোতোয়ালি থানার বিএনসিসি মোড়ে একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। এর আগে রাত সাড়ে ১০টার দিকে মিঠাপুকুর থানার সামনের ওভারব্রিজ থেকে পাঁচটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনার পর এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়।

গোপালগঞ্জ শহরের জেলা স্কুলের প্রধান ফটক, সরকারি মহিলা কলেজ, পাসপোর্ট অফিস ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফটকসহ বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। একই জেলার কোটালীপাড়াতেও বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে, নওগাঁ শহরের বাইপাস এলাকার গাবতলী মোড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা আল বারাকা পরিবহনের দুটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সেখানে পাশাপাশি তিনটি বাস রাখা ছিল। এর মধ্যে দুটি বাসে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নেভান। এসব ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।